চার্বাকঈশ্বরতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্ব

ঈশ্বর সম্পর্কে চার্বাকদের মতবাদ

- যেহেতু অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, সেহেতু ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই।
- অনুমান অসিদ্ধ, সে কারণে অনুমানের দ্বারাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না।
- ঈশ্বরের প্রকৃত কোন অস্তিত্ব থাকলে, ঈশ্বর অস্তিত্ব প্রকাশ করে মানুষের মনের সকল সংশয় দুর করতে পারতেন।
- রাজাই ঈশ্বর।
- স্বভাব নিয়মেই জগৎ বৈচিত্রময়। জগতের এই বৈচিত্রের পিছনে কোন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

ঈশ্বর সম্পর্কে চার্বাকদের মতবাদ

- ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ- এই চতুর্ভূতের স্বাভাবিক পরিণতিই হলো জগৎ।
- ধূর্ত পুরোহিতগণ অজ্ঞান জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করে নিজেদের জীবিকা অর্জন করার জন্য ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছেন।

চার্বাক নীতিতত্ত্ব (পুরুষার্থ)

- জড়বাদী দার্শনিক চিন্তার উপরই চার্বাক নীতিতত্ত্বের ভিত্তি।
- চার্বাকগণ মোক্ষ ও ধর্মকে পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেননি।

  তাদের মতে কাম বা সুখ এবং অর্থ-এ দুটিই পুরুষার্থ। এদের মধ্যে সুখই মুখ্য পুরুষার্থ, অর্থ সুখলাভের উপায়মাত্র। সেই বিচারে অর্থ হল গৌণ পুরুষার্থ।
- পুরুষার্থ কোনটি? ইন্দ্রিয় সুখভোগ নাকি স্বর্গীয় সুখভোগ?

  ইন্দ্রিয় সুখভোগই জীবনের পরম কাম্যবস্তু বা পুরুষার্থ।

  দেহের বিনাশই চেতনার বিনাশ। আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই।

  তাই মৃত্যুর পরে স্বর্গ সুখভোগের কোন প্রশ্ন উঠে না।

  স্বর্গ ও নরক ধূর্ত ও ভন্ড পুরোহিতদের সৃষ্টি।

চার্বাক নীতিতত্ত্ব (মোক্ষ)

- ❖ মোক্ষ কী? আত্মার দেহ-বন্ধন থেকে মুক্তি নাকি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি?
- ➢ মোক্ষ বলতে আত্মার দেহ-বন্ধন থেকে মুক্তি বোঝালে মোক্ষ সম্ভব নয় কারণ দেহ-ভিন্ন আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই।
- ➢ মোক্ষ বলতে যদি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বোঝায় তা এ জগতে সম্ভব নয়। কারণ দেহ থাকলেই সুখ ও দুঃখ থাকবেই। মুত্যুতেই কেবলমাত্র দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব।
- ➢ আমরা সাধ্যমত দুঃখকে পরিহার করার চেষ্টা করতে পারি এবং যত অধিক সুখভোগ করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হতে পারি।
- ➢ "যতদিন বাঁচ সুখে বাঁচ, ঋণ করে ঘৃত খাও, ভস্মীভূত দেহ কিভাবে ফিরে আসবে?"

চার্বাক নীতিতত্ত্ব

জগতে অবিমিশ্র সুখ ভোগ সম্ভব না হলেও সুখভোগ থেকে বিরত হওয়া মুর্খতার সামিল।

- ❖ এটা সত্য যে এ জগতে অবিমিশ্র সুখভোগ সম্ভব নয়।
- ❖ দুঃখ মিশ্রিত বলেই সুখকে উপেক্ষা করা সমীচীন নয়।
- ❖ দুঃখকে স্বীকার করে নিয়েই সুখভোগ করতে হয়।
- ❖ ধান ছাড়িয়ে চাল করতে হয় বলে কি ভাত খাব না?
  কাঁটা ছাড়াতে হয় বলে কি মাছ খাব না?
  ইতর প্রাণী খেয়ে ফেলবে বলে কি বীজ বপন করব না?

চার্বাক নীতিতত্ত্ব

- দুঃখ আছে বলেই সুখের এত মাধুর্য।
  অন্ধকার আছে বলেই আলোর এত কদর।
  বিচ্ছেদ আছে বলেই মিলন এত মধুর।
- সুখ ক্ষণস্থায়ী বলেই তা অনাদরণীয় ও উপেক্ষিত নয়। কারণ-
- ক্ষণ যেমন মিথ্যা নয়, তেমনি ঐ ক্ষণের সুখও মিথ্যা নয়।
- আয়ুর সুদীর্ঘতাই সত্যাসত্য নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি নয়। যেমন প্রত্যেহ উদ্যানে যে পুষ্প বিকশিত হয়, তার চেয়ে কৃত্রিম পুষ্প অনেক বেশি স্থায়ী হলেও উদ্যানে বিকশিত পুষ্পকে অনাদর করে কেউ কৃত্রিম পুষ্পকে আদর করে না।
- সরোবরে একটি প্রস্ফুটিত কমলের স্থায়ীত্বের তুলনায় পর্বতের একটি শিলাখন্ড অনেক বেশি স্থায়ী হলেও কমলই বেশি আদরনীয়।

চার্বাক নীতিতত্ত্ব

- অল্প অল্প করে যে অল্পের সমষ্টি হয় তা অল্প নাও হতে পারে।
- অতীতের তুলনায় বর্তমানের সুখই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মতে

  "অতীত তোমার নয়। ভবিষ্যতকে বিশ্বাস কর না, কারণ ভবিষ্যত অনিশ্চিত। কেবল বর্তমানই প্রত্যক্ষ উপলব্ধ, তাকে যথেচ্ছ ভোগের দ্বারা সার্থক কর।
- চার্বাকদের মতে ভালো ও মন্দ কি?

  ভালো- যে কাজে দুঃখের তুলনায় সুখ বেশি, সে কাজ ভালো।

  মন্দ- যে কাজে সুখের তুলনায় দুঃখ অধিক, সে কাজ মন্দ।

চার্বাক নীতিতত্ত্ব

❖ সুখবাদ সম্পর্কে চার্বাকদের বিভিন্ন শ্রেণি ঃ

📖 স্থুল আত্মসুখবাদী চার্বাকগণ ঃ একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক, সংকীর্ণ, স্থুল ও পশুসুলভ ইন্দ্রিয় সুখই পুরুষার্থ।

📖 নিয়ন্ত্রিত বহুজনোপভোগ্য সুক্ষসুখবাদী চার্বাকগণ ঃ আত্মকেন্দ্রিক, সংকীর্ণ, স্থুল ও পশুসুলভ ইন্দ্রিয় সুখই পুরুষার্থ নয়। এতে সমাজব্যবস্থা ব্যাহত হয়। তারা উদার, বহুজনোপভোগ্য, নিষ্কলুষ ও কালান্তরস্থায়ী সুক্ষতর সুখানুভূতিকে পুরুষার্থ বলেছেন, যা কলাবিদ্যার অনুশীলনে লাভ সম্ভব।

চার্বাক সুখবাদের সঙ্গে গ্রীক সুখবাদের সাদৃশ্য

- সাইরেনাইক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গ্রীকপন্ডিত অ্যারিস্টিপাস (Aristipus) – এর স্থুল আত্মসুখবাদের সঙ্গে স্থুল আত্মসুখবাদী চার্বাকগণের সাদৃশ্য রয়েছে। তাদের মতো অ্যারিস্টিপাসও মনে করেন যে-

- আত্মসুখই মানুষের জীবনের একান্ত কাম্য।
- একটি সুখের সাথে আর একটি সুখের গুণগত কোন পার্থক্য নেই, পরিমাণগত পার্থক্য রয়েছে।
- মানসিক সুখের চেয়ে দৈহিক সুখ/ইন্দ্রিয় সুখ অধিকতর কাম্য।
- ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

চার্বাক সুখবাদের সঙ্গে গ্রীক সুখবাদের সাদৃশ্য

- ❖ গ্রীকপন্ডিত এপিকিউরাস (*Epicurus*) – এর সংযত আত্মসুখবাদের সঙ্গে পরবর্তীকালের সুশিক্ষিত চার্বাকগণের মতের সাদৃশ্য রয়েছে।
- 🕮 এপিকিউরাস এর মতবাদের চারটি সূত্র ঃ
- ➢ যে সুখ কোন দুঃখ উৎপন্ন করে না তাকে পেতে হবে।
- ➢ যে দুঃখ কোন সুখ উৎপন্ন করে না তাকে বর্জন করতে হবে।
- ➢ যে আনন্দ অধিকতর আনন্দ লাভের পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ বা দুঃখ উৎপন্ন করে তাকে পরিহার করতে হবে। এবং
- ➢ যে দুঃখ পরে আনন্দ আনে বা অধিকতর দুঃখ পরিহার করতে সহায়তা করে সেই দুঃখকে মেনে নিতে হবে।

- 🕮 সুখ হলো দৈহিক দুঃখ ও মানসিক অশান্তির অভাব। এমন একটা মানসিক অবস্থা যা আনন্দ ও দুঃখ উভয়ের প্রতি সমানভাবে উদাসীন, এমন একটা স্থিরতা যা ধনদৌলত ঐশ্বর্য নষ্ট করতে পারে না।
- 🕮 একটি সুখের সাথে আর একটি সুখের গুণগত পার্থক্য রয়েছে।
- 🕮 শারীরিক সুখ নিম্নস্তরের, মানসিক সুখ উচ্চস্তরের।
- 🕮 ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।